Modern Transformation of China (1839–1949)

:: তাইপিং বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ::

তাইপিং বিদ্রোহের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে বলা যায়, তাইপিং বিদ্রোহের সাফল্য ছিল সুদূরপ্রসারী এবং এই বিদ্রোহ চীনে রাজনৈতিক বাতাবরণকেই পরিবর্তন করে দিয়েছিল। 14 বছর ধরে বিপ্লবী জনগণ চীনের একটি বিস্তীর্ণ অংশ দখল করে রেখেছিল । তাই এই বিদ্রোহ একটি চূড়ান্ত সাফল্য ছিল । এই সাফল্য সাময়িক হলেও পরবর্তী যুগের বিদ্রোহ গুলি কে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিচার করলে বলা যায় এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল । তাইপিং বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

।। তাইপিং নেতৃবৃন্দের অনভিজ্ঞতা ।।

চিনা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাইপিং বিদ্রোহের পূর্বে কৃষক বিদ্রোহ গুলি যে কারণে ব্যর্থ হয়েছিল তাইপিং বিদ্রোহের সময়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তাইপিং নেতৃবৃন্দের অনভিজ্ঞতা ছিল। ফলে তাদের সংস্কারের জন্য চীনে ধণতন্ত্রের আবির্ভাবের পথ সুগম হয়ে ওঠে। চীনের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক গতিপ্রকৃতি এই পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেনি। যদিও শহর ও গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র জনগণ এই বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল । কিন্তু তা সত্ত্বেও তাইপিং নেতৃবৃন্দের দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ও তাদের অনভিজ্ঞতার জন্য তাদের চরম ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

।। তাইপিং নেতৃবৃন্দের নৈতিক অবক্ষয় ।।

তাইপিং আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতৃবৃন্দের নৈতিক অবক্ষয় তাইপিং বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয় । স্বর্গীয় রাজা রুপে পরিচিত হুঙ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নানকিং অধিকার করার কিছুদিন পরে সমস্ত ধরনের তাইপিং আদর্শকে বর্জন করে ভোগ বিলাসী জীবন-যাপনে মত্ত হয়েছিলেন । তাইপিং নেতৃবৃন্দের নৈতিক অবক্ষয় সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল । নিজেদের আদর্শ ত্যাগ করে অনৈতিক দিকগুলোকে গ্রহণ করার ফলে তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

।। তাইপিং বিরোধীদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ।।

তাইপিংদের বিরোধী শক্তি ছিল সরকার। সরকারের সেনাদলে সামরিক দিক থেকে অস্ত্রসজ্জিত সেনা বাহিনী গঠন করা হয়েছিল । সেনাবাহিনীর নেতা হিসাবে কুয়ো ফ্যান ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। সমর বাহিনীর নেতারা সুগঠিত সৈন্য বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। কুয়ো ফ্যান , লি হুঙ চ্যাঙ , সো সু ট্যাঙ হুনান প্রদেশের অধিবাসী পন্ডিত ও রাজনীতিবিদ কুয়ো ফ্যান তাইপিং বিদ্রোহীদের দমন কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কুয়ো ফ্যানের প্রচেষ্টায় 1864 খ্রিস্টাব্দে রাজকীয় সৈন্যবাহিনী নানকিং অধিকার করতে সমর্থ হলে বিদ্রোহীদের নেতা হু সিউ চুয়ান আত্মহত্যা করেছিলেন। 1865 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাইপিং বিদ্রোহের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছিল।

।। তাইপিং বিদ্রোহীদের দলগত বিরোধ ।।

তাইপিং বিদ্রোহের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল । তাইপিং অনুগামীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দলের উদ্ভব হয়েছিল। তাইপিং অনুগামীদের কিন্তু প্রথম দিকে এই ধরনের বিরোধ ছিল না, ছিল নানকিং দখলের পর দল গত বিরোধ । তাই এই বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে । বিশেষত চীনের কোয়াঙটুঙ এবং কোয়াঙসিতে তাইপিং অনুগামীদের মধ্যে দলগত বিরোধ স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায় । এইভাবে দলগত বিরোধী আন্দোলনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। হুঙ এর অধীনে পাঁচজন রাজা উপাধি ধারী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও পারস্পরিক বিদ্বেষ তৈরি হয়। ইয়াং সিউ চিঙ , হুঙ সিউ চুয়ান এর প্রাধান্য কে মেনে নিতে চাননি । যার ফলে হুঙ এর নির্দেশে ইয়াং সিউ চিঙকে ওয়েই চাঙ হুই হত্যা করেছিলেন। ওয়েই ইয়াং পরিবারের বহু ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। হুঙ এই রকম পরিস্থিতিতে ওয়েইকে হত্যার ব্যবস্থা করেছিলেন। 1863 খ্রিস্টাব্দে সহকারী রাজা সি টাই কাই জেচওয়ানে নিহত হয়েছিলেন । তাইপিং বিদ্রোহের অনুগামীদের অনেকেই অপসারিত হয়েছিলেন। ফলে বিদ্রোহ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

2

।। দক্ষ নেতৃত্বের অভাব ।।

তাইপিং বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল দক্ষ নেতৃত্বের অভাব । 1856 খ্রিস্টাব্দে তাইপিং এর রাজধানী নানকিং এর বহু তাইপিং নেতার মৃত্যু হয়েছিল । ফলে পরবর্তী ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব দেখা গিয়েছিল । তাইপিং নেতা হুঙ সিউ চুয়ান অন্য কোন নেতাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বা প্রশাসনিক ও সামরিক বিষয়ে পরামর্শ করতে নিষেধ করেছিলেন । ফলে নেতৃবৃন্দের দুর্বলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল । উত্তর চীনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে শাসন ব্যবস্থায় বহু ত্রুটি প্রবেশ করেছিল। একজন নেতার পক্ষে শাসনকার্যের সমস্ত দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব ছিল না । তাইপিং নেতারা দুর্নীতিমুক্ত শক্তিশালী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেও তাকে কার্যকরী করে উঠতে পারেননি । যার ফলে তাইপিং আন্দোলনের ব্যর্থতা দেখা দিয়েছিল।

।। তাইপিং আন্দোলন পরিচালনার কৌশলগত ত্রুটি ।।

তাইপিং আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে কৌশলগত ত্রুটি তাইপিং আন্দোলনের ব্যর্থতারই প্রকাশ ছিল । নানকিং অধিকারের পরই তাইপিং বিদ্রোহের প্রধান কর্তব্য ছিল সাংহাই ও ইয়াংসির দিকে অভিযান না করে পিকিং এর দিকে অর্থাৎ উত্তরমুখী অভিযানে এর দ্বারা পিকিং অধিকার করা এবং মাঞ্চু রাজদরবার আক্রমণ করা বিদ্রোহীদের এই ত্রুটির ফলে মাঞ্চু সরকার উত্তর চীনের প্রতিপত্তিশালী জমিদারদের সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন ।

পিকিং দখল করতে ব্যর্থ হলেও বিদ্রোহীরা তাইপিং রাজধানী নানকিং-এর নিরাপত্তার জন্য ইয়াংসি নদীর দু'দিকের মাঞ্চু শিবির গুলিকে ধ্বংস করতে পারত। কিন্তু বিদ্রোহীরা সেগুলিকে ধ্বংস করে নি। 'ট্রায়াড সমিতি' এর শাখা 'ছোট তরবারি সমিতি' নামে একটি গুপ্ত সমিতি 1853-54 খ্রিস্টাব্দে সাংহাই অধিকার করেছিল। এই সমিতির সঙ্গে অসহযোগিতা করা হুঙ এর পক্ষে একটি গুরুতর ত্রুটি ছিল । যার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

।। তাইপিং দের আদর্শগত বিচ্যুতি ।।

তাইপিংদের ভাবাদর্শ ভাবাদর্শ ও জীবনযাপন এর মধ্যে কোনরকম মিল না থাকায় তাইপিংদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল। টাইপিং নেতাদের মধ্যে অনেক রকমের ত্রুটি ছিল । তাইপিংদের আদর্শ ছিল উপাসনালয় ও দেব মন্দির ধ্বংস করা । তার সঙ্গে অনেকে ব্যাক্তিই যুক্ত ছিলেন টাইপিং দের মধ্যে আদর্শগত বিচ্যুতির অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। বিদ্রোহের আদর্শ ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন না করা এবং একাধিকবার বিবাহ না করা । কিন্তু তাইপিং নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়াও একাধিক বার বিবাহ করেছিলেন । ঐতিহাসিক ভিক্টর ইমানুয়েল সু বলেছিলেন যে - পূর্বের রাজার 36 টি , উত্তরের রাজার 14 টি , সরকারি রাজার 7টি এবং স্বয়ং হুঙ সিউ চুয়ান এর 88টি পত্নী ছিল । হুঙ আদেশ দিয়েছিলেন কনফুসিয়াস ও মেনসিয়াস সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ যেন অনুগামীরা পাঠ না করেন। তিনি কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠ করতেন। যে আদর্শ টাইপিং অনুগামীদের আকৃষ্ট করেছিল বিদ্রোহে যোগদান করতে, সেই আদর্শ থেকে নেতাদের বিচ্যুতির ফলে তাইপিং অনুগামীরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল । যার ফলে তাইপিং বিদ্রোহের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী ছিল ।

।। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অসহযোগিতা ।।

পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন এর বিরোধিতা তাইপিং আন্দোলনের ব্যর্থতাকে সুনিশ্চিত করেছিল। 1861 খ্রিস্টাব্দে অ্যাডমিরাল স্যার জেমস হোপ ও টাইপিং নেতা লি সিউ চেং এরমধ্যে পরামর্শে দ্বারা স্থির হয়েছিল যে ব্রিটেন গৃহযুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে। কিন্তু বৃটেনের পক্ষে টাইপিং আন্দোলনে নিরপেক্ষ থাকার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। আন্দোলন দমনে তারা মাঞ্চু সরকারকে সাহায্যের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিল ।

1861 খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে টাইপিং ও বিদেশী শক্তিবর্গ পরস্পরকে আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়েছিল সামরিক প্রয়োজনে তাইপিংরা 1861 খ্রিস্টাব্দে নিঙপো ও হ্যাঙ চাও অধিকার করেছিল। 1862 খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লি সিউ চেং সাংহাই আক্রমণ করে শহরটির নদীপথের প্রবেশমুখ দখল করেছিলেন । ফলে তখন বিদেশি শক্তিবর্গ নিরপেক্ষ নীতি পরিত্যাগ করে মাঞ্চু সরকারকে টাইপিং দের বিরুদ্ধে সাহায্য দান করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন গড়নের সামরিক তৎপরতা 1864 খ্রিস্টাব্দে তাইপিং বিদ্রোহের অবসান ঘটেছিল। নানকিং পুনরায় মাঞ্চু সরকারের দখলে এসেছিল। তাই তাইপিং বিদ্রোহ কে ব্যর্থ হিসেবে বিচার করা যায়।

তাইপিং বিদ্রোহ কৃষক বিদ্রোহ ছিল কিনা এই প্রশ্ন অনেক পশ্চিমী ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। কিন্তু চিনের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা বলেছেন এই বিদ্রোহ ছিল আধুনিক চীনের প্রথম কৃষি বিপ্লব । তার কারণ এই বিদ্রোহের মূল শক্তি ছিল কৃষকেরা । এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চল । এই বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষিজমি গুলিকে বড় জোতদার দের কাছ থেকে মুক্ত করে গরীব কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া।

কৃষি বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলি তাইপিং বিদ্রোহ ছিল । জার্মান পন্ডিত উলফ গ্যাং ফ্রাঙ্ক , জ্যা শ্যেনো এবং ইসরায়েল এপস্টেইন তাইপিং বিদ্রোহ কে কৃষি বিপ্লব আখ্যা দিয়েছিলেন। তাইপিং বিদ্রোহের ক্ষেত্রে অনেক অঞ্চলে কৃষকেরা নিজেরাই নেতৃত্ব দিয়েছিল । চীনে তখনোও বুর্জোয়া শ্রেণি তেমন ভাবে গড়ে ওঠেনি । কাজেই এটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না । এটি ছিল কর ব্যবস্থার অসামঞ্জস্য থেকে , কৃষি সংকট থেকে এবং ক্ষুব্ধ কৃষকদের ভিতর থেকে উত্থিত এক স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহ ..... যার মূল কথা ছিল - "All the land under heven should be cultivated by all the people under heven and let then cultivate at together".